বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ঠিকানা: ডি-১, ৩নং শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা (অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়)
ওয়েবসাইট : agniveerbangla.org
ব্লগ: back2thevedas.blogspot.com
ফেসবুক পেইজ: facebook.com/BangladeshAgniveerOfficial
ফেসবুক গ্রুপ: facebook.com/groups/agniveerbangladesh
ইউটিউব: youtube.com/c/BangladeshAgniveerOfficial

স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ

প্রতিটি সভ্যতাকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য তৈরি হয় একটি সুনির্দিষ্ট সংবিধান, যার আদর্শে পরিচালিত হয় সেই সভ্যতার আইনকানুন, বিধিবিধান। অস্থি ছাড়া যেমন শরীর পরিণত হয় আকৃতিবিহীন অকর্মণ্য মাংসপিণ্ডে, ঠিক তেমনি সুনির্দিষ্ট সংবিধান ছাড়া একটি সমাজ, সভ্যতা হয়ে পরে অচল। এজন্যেই বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই রয়েছে একটি সংবিধান যাকে নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ ও অলংঘনীয় আইন বিধানরূপে মান্য করা হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তেমনি এক বিরাট সভ্যতা যার প্রতিটি বিন্দুকণাও চলছে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে। সর্বশক্তিমান পরমাত্মা এই আশ্চর্য ব্যবস্থার নিয়ন্তা এবং তিনিই মানবসভ্যতাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সভ্যতার শুরুতে মানবজাতিকে প্রেরণ করেছেন মানবতার সংবিধান। আর সেই সংবিধান হলো সনাতন ধর্মের প্রধান ও সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বেদ।

বৈদিক সাম্যবাদ ও স্বভাব – গুণ – কর্ম অনুযায়ী বর্ণ

সনাতন সমাজ যখন বর্ণবাদীদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সৃষ্ট জাতিভেদ প্রথার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত তখন পবিত্র বেদের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই সাম্যবাদের মহান বাণী-[ঋগ্বেদ ৫।৫৯।৬] "মানবের মধ্যে কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ মধ্যম নয়। তারা সকলেই উন্নতি লাভ করছে। জন্ম হতেই তারা কুলীন। তারা জন্মভূমির সন্তান দিব্য মনুষ্য। তোমরা সত্য পথে আমার [ঈশ্বরের] নিকট আগমন করো।" মানবসমাজের সাম্য সম্পর্কে বেদ আমাদের শিক্ষা দেয় **[ঋগ্বেদ ১০।১৯১।১-৪]** - "হে মানবগণ! তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। পূর্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন তোমরাও তেমন করো। তোমাদের সকলের মত এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মন এক হোক, সকলের চিত্ত সম্মিলিত হোক, তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে সংযুক্ত করেছি, তোমাদের সকলের জন্য একই অন্ন ও উপভোগ্য বস্তু দিয়েছি। তোমাদের সকলের লক্ষ্য এক হোক, তোমাদের হৃদয় সমান হোক, তোমাদের মন সমান হোক। এভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক।"

পবিত্র বেদের এই ঐশ্বরিক বাণী ভুলে সনাতনী সমাজ মেতে উঠেছে জাতিভেদের বীভৎস খেলায়। অথচ শাস্ত্র বলছে - **[মনুস্মৃতি ২।১৩]** অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায়, তার জন্য বেদই মুখ্য প্রমাণ। **[গীতা ১৬।২৩]** বলছে, "যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না।"
'বর্ণ' শব্দটির ধাতুগত অর্থ 'বৃণোতে', যার অর্থ 'To Choose' বা পছন্দ অনুযায়ী আশ্রম বা পেশা নির্ধারণ করা। নিরুক্ত ২।৩ এ তাই বলা হয়েছে- **'বর্ণো বৃণোতেঃ'** । নিজের ইচ্ছায় যে ব্রত বেছে নেয়া হয়, তাই বর্ণ। তা পুনরায় বলা হয়েছে- **[নিরুক্ত ২।১৩]** এ। 'ব্রতম্' শব্দটি কর্মের নাম। যেহেতু 'বৃ' ধাতু দ্বারা আবৃত অর্থ প্রকাশ করে, আর তা বেছে নেয়াই বর্ণ। কালের আবর্তে গুণে নির্ধারিত বর্ণাশ্রম আজ হয়েছে জন্মভিত্তিক বর্ণ প্রথা! অথচ 'জাতি' ঈশ্বর দ্বারা পূর্বজন্মের কর্মফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত হলেও 'বর্ণ' হচ্ছে আমাদের নিজস্ব পছন্দগত এবং গুণ ও কর্মানুসারে গৃহীত! অথচ সে কথা ভুলে মনগড়া কিছু টাইটেল নামের পাশে বসিয়ে আমরা নিজেদের দাবি করছি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কিন্তু বর্ণসমূহের আসল লক্ষণ কী?

ব্রাহ্মণ কে? **ঋগ্বেদ ৭।১০৩।৭-৯, শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।১।১।১১, মনুস্মৃতি ১।৮৭, গীতা ১৮।৪২**= যে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নিষ্ঠাবান, সুশৃঙ্খল, বেদ প্রচারকারী, বেদ জ্ঞানী, নিয়মিত বেদোক্ত অনুসারে ধ্যান যজ্ঞাদি কর্মে লিপ্ত, সে-ই ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী তিনি-ই ব্রাহ্মণ। অধ্যাপন, অধ্যায়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ যারা করেন, তারাই ব্রাহ্মণ। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য-এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম। ক্ষত্রিয় কে? **ঋগ্বেদ ১০।৬৬।৮, মনুস্মৃতি ১।৮৯** = যে দৃঢ়ভাবে আচার পালনকারী, সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধ, রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন, অহিংস, ঈশ্বর সাধক, সত্যের ধারক, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্বেষমুক্ত ধর্মযোদ্ধা, অসৎ এর বিনাশকারী, সে-ই ক্ষত্রিয়। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা-এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। বৈশ্য কে? **অথর্ববেদ ৩।১৫।১, গীতা ১৮।৪৪**= যে দক্ষ ব্যবসায়ী, দানশীল, লোভহীন, চাকুরীরত এবং চাকুরী প্রদানকারী ব্যক্তি, সে-ই বৈশ্য। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এগুলি হলো বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম। শূদ্র কে? **ঋগ্বেদ ১০।৯৪।১১, গীতা ১৮।৪৪** = যে অদম্য, পরিশ্রমী, অক্লান্ত, জরা যাকে সহজে গ্রাস করতে পারে না, লোভমুক্ত, কষ্টসহিষ্ণু, সে-ই শূদ্র। পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত। **ঋগ্বেদ ৯।১১২।১** = একেকজনের কর্মক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতা একেক রকম আর সে অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র। **গীতা ৪।১৩** = আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র] সৃষ্টি করেছি। **গীতা ১৮।৪১** = মানুষের স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্ম সমূহ বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্বভাবজাত গুণ অনুসারে কর্ম সমূহ বিভক্ত করা হয়েছে, জন্ম অনুসারে মানুষকে বিভক্ত করা হয় নি। তাহলে আপনারাই বিচার করুন বর্তমান সমাজে প্রচলিত জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার ভিত্তি আছে কিনা যেখানে পবিত্র বেদ ও গীতা স্পষ্ট বলছে বর্ণ নির্ধারিত হবে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে।

বৈদিক বিজ্ঞান

সনাতন সমাজের এমনই দূরাবস্থা যে বেদের কয়টি ভাগ, কয়টি মন্ত্র সেটাও আমরা ঠিকমতো জানিনা। অথচ পবিত্র বেদ কেবল জগত পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ সংবিধানই নয়, পবিত্র বেদ আধুনিক বিজ্ঞানেরও সূতিকাগার। মহাকর্ষ, সৃষ্টিতত্ত্বের বিগ ব্যাং থিওরি, বেতার কৌশল, চিকিৎসাবিদ্যার ফটোথেরাপি, মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের বর্ণনা, রেচনতন্ত্র, টক্সিকোলজি, দেহের রক্ত চলাচল পদ্ধতির বর্ণনা, যজ্ঞবেদী প্রস্তুতকরণের জ্যামিতিক কৌশল, পিথাগোরাসের সূত্র হতে শুরু করে প্রকৌশলবিদ্যার নানা

বিষয়, অনুজীববিদ্যা, কী নেই এতে! গণিতের শূন্যের মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার প্রথম পাওয়া যায় বেদে যার কারণে আইনস্টাইন আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, তারা শূন্য আবিস্কার না করলে বিজ্ঞানের কোন আবিস্কার ই সম্ভবপর হতো না। তৎকালীন যুগে যখন পৃথিবীবাসী ভাবত হাতপাওয়ালা পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরে তখন পবিত্র বেদে ঈশ্বর বলে দিয়েছিলেন হস্তপদহীন পৃথিবীই বরং সূর্যের চারপাশে ঘুরে যা আজ বিজ্ঞান প্রমান করেছে- **[ঋগ্বেদ ১০।২২।১৪]** = হস্তপদহীন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার সহস্র সহস্র বছর আগেই বেদ বলে দিয়েছে আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বস্তুসমূহের নিয়ন্ত্রণ- **[যজুর্বেদ ৩৩।৪৩]** = সূর্য তার আকর্ষণ দ্বারা সৌরজগতকে সাথে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত হয় তা আমরা আজ জানি, অথচ পবিত্র বেদে ঈশ্বর সেই জ্ঞান আমাদের বহু আগেই দিয়েছেন- **[ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫]**= স্বয়ং আলোহীন চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। আধুনিক জীববিদ্যা আমাদের বলছে প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি যা জারণ প্রক্রিয়ায় দেহের প্রাণশক্তি উৎপন্ন করে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত দূষিত বায়ু ত্যাগ করি। পবিত্র বেদ বলছে- **[অথর্ববেদ ৪।১৩।২]** = প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস এই দুইভাবে মাধ্যমে আমরা দেহে প্রাণশক্তি গ্রহণ ও দূষিত উপাদান বর্জন করি। দেহে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত কালচে রক্ত ও অক্সিজেন ও আয়রণযুক্ত লৌহবর্ণের লাল রক্তের বর্ণনাও বেদ দিয়েছে সেই সভ্যতার শুরুতেই **[অথর্ববেদ ১০।২।১১]** = এই দেহে কখনো লাল রঙের লৌহযুক্ত রক্ত কিংবা কখনো কালচে লাল রক্ত প্রবাহিত হয়। আধুনিক জেনেটিক সায়েন্স আমাদের জানাচ্ছে পিতার Y ক্রোমোজোম ই নির্ধারণ করে দেয় সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে। অথচ ঐতরেয় উপনিষদ ১।১।৪; সন্তানের লিঙ্গ পিতার Y ক্রোমোসোমের উপর নির্ভর করে তা সেই আদিকালেই বলে দিয়েছে- **'পুংসি বৈ রেতো ভবতি'**। এভাবে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার অসংখ্য উল্লেখ নিখুঁতভাবে লিখিত রয়েছে পবিত্র বেদে যা তখনকার যুগে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিলনা। এটিই অন্যতম প্রমাণ কেন পবিত্র বেদ ঐশ্বরিক বাণী।

বৈদিক নারী

আজকের যুগে যখন নারী অধিকারের বিষয়টি সারাবিশ্বে আলোচিত তখন স্মরণ করা উচিত পবিত্র বেদ তথা সনাতন ধর্মের মতো নারীদের সম্মান পৃথিবীর কোন সভ্যতাতেই পাওয়া যায়না। যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নারীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল শাস্ত্রপাঠ, যজ্ঞ ও পৌরহিত্যের অধিকার সেখানে পবিত্র বেদ নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। নারীরা **কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী, মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া** = জ্ঞানবতী, গৃহে মুখ্য স্থানীয়া ধৈর্য্য শালিনী, বক্তৃতাকারিণী ও শত্রুনাশিনী, পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যঃ শিবা = সর্বভূতের কল্যাণদায়িনী, তারা সর্ববিজয়া **[ঋগ্বেদ ১০।১৫৯।২; অথর্ববেদ ৩।২৮।৩]**। **দীর্ঘায়ু রস্যা য়ঃ** = নারীর তেজ ও আয়ু পরমাত্মা প্রদত্ত **[অথর্ববেদ ১৪।২।২]**। নারী পরিবারের সৌভাগ্য ও সুখ আনয়নকারী **[অথর্ববেদ ১৪।১।২২, অথর্ববেদ ১৪।১।২৮]**। যেখানে বিভিন্ন রিলিজিয়নে নারীর রাষ্ট্রশাসন করা নিষিদ্ধ সেখানে একমাত্র পবিত্র বেদে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন- **[যজুর্বেদ ১১।৬০]** = নারী রাষ্ট্রের ন্যায়াধীশ বা শাসক, ব্রহ্মচারিণীকে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করবেন। **[যজুর্বেদ ১২।৬৩]**= নারী ন্যায়াধীশ সহ-ন্যায়াধিকারিণীসহ হোক। **যজুর্বেদ ১১।৬০**= পরম ঐশ্বর্যযুক্ত রাজা তোমাকে (নারীকে) রাজনীতি বিদ্যা দ্বারা সংস্কার করুন। **[যজুর্বেদ ১২।৫০]** = বিদুষী নারী যুদ্ধে অশ্বচালনা [অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা] সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। **[মনুস্মৃতি ৩।৫৬]**= যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেই সমাজ দিব্য গুণ তথা দিব্য ভোগ [উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি] লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। এটিই সনাতন ধর্মে নারীর মর্যাদার সারমর্ম । শাস্ত্রে আরও বলা হচ্ছে - **[মনুস্মৃতি ৩।৫৯]** = একজন পিতা, ভাই, পতি যারা ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা স্ত্রীলোকদের সম্মান প্রদর্শন দ্বারা প্রসন্ন রাখবে এবং উত্তম অলংকার, পোশাক ও খাদ্য দ্বারা প্রীত রাখবে। স্ত্রীজাতিকে সর্বদা পবিত্র হিসেবে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করবে । নারী জাতি সম্পর্কে এই হলো মহর্ষি মনুর মতাদর্শ। নারী অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ড হবে। [মনুস্মৃতি ৮।৩২৩]; যারা নারীদের ধর্ষণ করে বা উত্যক্ত করে বা তাদের ব্যাভিচারে প্ররোচিত করে, তাদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তা অন্যদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং কেউ তা করতে আর সাহস না পায় -**[মনুস্মৃতি ৮।৩৫২]** যেখানে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নারীদের, শূদ্রদের ঘোষণা করেছিল শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র শ্রবণে অযোগ্য সেখানে পবিত্র বেদে ঈশ্বর নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ -শূদ্র সকলকে বেদপাঠের নির্দেশ দিয়েছেন- **যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় স্বায় চারণায় চ। (যজুর্বেদ ২৬.২)**- নারী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকল মনুষ্যকেই এই বেদবাণী উপদেশ করেছি, তোমরা এর শ্রবণ করো, এই বেদবিদ্যার প্রচার করো এই আমার ইচ্ছে। আমার মধ্যে যেমন সর্ববিদ্যাহেতু সুখ রয়েছে, তোমরাও সেরূপ বিদ্যা গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা মোক্ষ সুখ লাভ করো।

৪ বেদের ২০৩৭৯ টি মন্ত্রের ছত্রে ছত্রে এভাবেই ঈশ্বর আমাদের দিয়ে গেছেন জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান, সমাজকে সুন্দর করে তোলার ম্যানুয়াল। পবিত্র বেদ যেভাবে আমাদের এক করেছিল, আজ সেই শিক্ষা হতে আমরা বহুদূরে। ফলশ্রুতিতে জাতপাত, ধর্মান্তর, কুসংস্কারসহ শতসহস্র জরাব্যাধিতে আক্রান্ত আজ সনাতনী সমাজ। ধর্মের প্রশ্নে, ধর্মের জিজ্ঞাসায় বেদই পরম প্রমাণ - **“ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥”**[মনুস্মৃতি ২।১৩] এই আপ্ত সত্য ভুলে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া এই জাতিকে বাঁচাতে আসুন আমরা প্রত্যেকে জেগে উঠি বেদের শক্তিতে। পবিত্র বেদের বাণী প্রচারে, প্রসারে ও সমগ্র বিশ্বকে আর্য করে তুলে বেদের নির্দেশিত ঈশ্বরীয় বাণী **"কৃণ্বন্তো বিশ্বম্ আর্যম্"** বাস্তবতায় রূপান্তরিত করতে বাংলাদেশ অগ্নিবীর সর্বদা নির্ভীক সৈনিক হয়ে থাকবে আপনার পাশে।

ওতম্ শান্তি শান্তি শান্তি